Independence Day Speech In Bengali

প্রিয় বন্ধুরা এবং শিক্ষক/প্রবীণগণ

, আজ ভারত তার স্বাধীনতা দিবস এবং স্বাধীনতার 75তম অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে।1947 সালের 15 আগস্ট আমরা ব্রিটিশদের কবল থেকে স্বাধীনতা পাই।বন্ধুরা, আজ সবার আগে আমাদের সেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রণাম করা উচিৎ যারা এই দেশ স্বাধীন করতে সর্বস্ব বাজিঁ দিয়েছিলেন।এই দিনটি আমাদের মহাত্মা গান্ধী, ভগৎ সিং, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, লালা লাজপত রায়, রামপ্রসাদ বিসমিল সহ শত শত মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর ত্যাগ, তপস্যা এবং আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রতি বছর 15 আগস্ট, ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় তেরঙ্গা উত্তোলনের পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।স্কুল, সরকারি অফিস ইত্যাদিতেও তেরঙ্গা উত্তোলন করা হয়।জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।সর্বত্র দেশাত্মবোধক গান শোনা যায় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসে রাজধানীসহ সব সরকারি ভবন সেজেছে বর্ণিল আলোয়।স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ‘জাতির উদ্দেশে ভাষণ’ প্রদান করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বহু দশক হয়ে গেছে এবং এই সময়ে দেশটি প্রতিটি ফ্রন্টে সারা বিশ্বের তার ছাপ রেখেছে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, কৃষি, শিক্ষা, সাহিত্য, খেলাধুলা সহ সকল ক্ষেত্রেই ভারত অনেক উন্নতি করেছে।পরমাণু সক্ষম দেশ ভারত মহাকাশের ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে।চন্দ্রযান 2-এর সাফল্য তার বড় প্রমাণ।উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত অনেক দূর এগিয়েছে।বিশ্ব তাকিয়ে আছে ভারতের দিকে।

বন্ধুরা, এটাও সত্য যে স্বাধীনতা পাওয়ার এত বছর পরেও আজ ভারত অপরাধ, দুর্নীতি, হিংসা, নকশালবাদ, সন্ত্রাস, দারিদ্র, বেকারত্ব, অশিক্ষার মতো সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছে।আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।ভারতকে এসব সমস্যা থেকে বের না করা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণ হবে না।ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা একটি উন্নত ও উন্নত ভারতে নিয়ে যাবে।

এটি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

জয় হিন্দ